ঝিনাইদহ মহাসড়কের দুই পাশে আবর্জনার স্তূপ; ভোগান্তিতে শিক্ষার্থীরা

কুষ্টিয়া-খুলনার গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কের পাশ ঘেঁষেই ঝিনাইদহের শৈলকুপার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাশে দীর্ঘদিন ধরে ফেলা হচ্ছে ময়লা- আবর্জনা। এতে দুর্গন্ধের এলাকায় পরিণত হয়েছে শেখপাড়া দুঃখী মাহমুদ কলেজ ও আশপাশ জুড়ে।

গরু, ব্রয়লার মুরগিসহ বিভিন্ন পশুর রক্ত, আবর্জনার স্তূপ ও দুর্গন্ধের কারণে রাস্তার পাশে দিয়ে শেখপাড়া দুঃখী মাহমুদ কলেজে শিক্ষার্থীদের চলাচলের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে।

প্রতিনিয়ত ময়লা-আবর্জনা ফেলে পরিবেশ দূষণ করে আসছে উপজেলার শেখপাড়া ও মদনডাঙ্গা বাজারের পরিচ্ছন্নকর্মীরা। উভয় বাজারে নিজস্ব ডাম্পিং বা রিসাইকেল ব্যবস্থায় উচ্ছিষ্ট ফেলার জায়গা না থাকার ফলে এলাকার ময়লা-আবর্জনা ফেলা হয় মহাসড়কের দুই পাশে।

সরেজমিনে দেখা যায়, পূর্বদিকে শেখপাড়া বাজার। পশ্চিমে দুঃখী মাহমুদ কলেজ, মদনডাঙ্গা। উত্তর ও দক্ষিণে মাঠ। এর মাঝখানেই অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ মহাসড়ক।

দুই বাজারের বিভিন্ন দোকানের, হোটেল-রেস্তোরাঁ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ফেলায় এ সড়কের পার্শ্ববর্তী কলেজে শিক্ষাদান সময়ে ক্লাসরুমগুলোতে ব্যাপকভাবে ময়লা-আবর্জনার গন্ধ যায়।

শুধু সড়কটির সংলগ্ন ক্লাসরুমগুলোতে নয়, খোদ প্রধান অধ্যক্ষ, টিচার্স রুমে এই ময়লার বাঁজে গন্ধ প্রবেশ করে। ফলে ক্লাস টাইমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ কলেজের সকলের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

এই বিষয়ে কলেজটির অধ্যক্ষ আসাদুর রহমান শাহিন বলেন, উপজেলার শ্রেষ্ঠ এই বিদ্যাপিঠের পাশে শেখপাড়া ও মদনডাঙ্গা এলাকার বিভিন্ন বর্জ্য ফেলা হয় ও গরু, ছাগল জবেহ করা হয়।

ক্লাস চলাকালে সমস্যাটি শিক্ষার্থীদের মানসিক ভোগান্তির কারন এবং দুষিত হচ্ছে পরিবেশ। আমাদের টিচার্স রুমে পর্যন্ত এই ময়লা- আবর্জনার বাজে গন্ধ প্রবেশ করে।

আমরা বার বার উপর মহলে জানিয়েও কোন সুফল পায়নি।ময়লাগুলো যদি কলেজ থেকে আরও কিছুটা দূরে ফেলতো তাহলে ময়লা আবর্জনার বর্জ্যময় গন্ধ থেকে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী কিছুটা মানসিক ভোগান্তিমুক্ত হতো এবং পরিবেশ দূষণ রক্ষা করা যেত। তিনি আরো বলেন, আমি সাংবাদিক ও প্রশাসনের এই বিষয়ে সুদৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানায় ।

মেহেরপুরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ডঃ মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আয়োজিত আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুরে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন,জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আঃ মালেক, নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মাহমুদুল হাসান, উপজেলা কৃষি অফিসার নাসরিন সুলতানা, শহীদ সাদেক হোসেন বাবলু প্রমুখ।

পরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগরে নানা আয়োজনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালন

১৯৭১ সালের ৭ ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চের ভাষণ দিবসটি নানা আয়োজনে পালন করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন। দিবসটি উপলক্ষে ৭ এই মার্চ সকালে সরকারি-বেসরকারি আধা-সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণী, দোয়া,প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

৭ ই মার্চ সোমবার দিবসটি পালন উপলক্ষে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, উপজেলা নির্বাহি অফিসার সুজন সরকার, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মেহেদি রাসেল, উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, টুরিস্ট পুলিশ, আনসার ভিডিপি এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

পরে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য তুলে ধরে এ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহি অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে, উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানা ইনচার্জ মেহেদি রাসেল, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব সহ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আলোচনা সভা শেষে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। পরে সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের ৭ই মার্চ দিবস পালন

১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ দিবস পালন উপলক্ষে আনন্দ র্যালি বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতেপুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে দিবসটি পালন করেছে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ।
দিবসটি উপলক্ষে সকাল নয়টায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স গেট থেকে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটি আনন্দ র্যালি বের হয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির সামনে গিয়ে শেষ হয়।
সেখানে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাসের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের (সাবেক) সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক ইউপি সদস্য সোহরাবউদ্দিন, মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান বল্টু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জামাত আলী, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের (সাবেক) সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন মল্লিক, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ আরিফ সহ উপজেলা আওয়ামীলীগ, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।
পরে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থিত উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য গুরুত্ব তুলে ধরে উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

গাংনীতে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালিত

বঙ্গবন্ধুরপ্রতিকৃতিতে পুস্পমাল্য অর্পণ, আলোচনা সভা, পুরুস্কার বিতরণসহ নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে গাংনীতে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালন করা হয়েছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে সুর্যোদয়ের সাথে সাথে গাংনী উপজেলার সকল সরকারি-বেসরকারি,আধা- সরকারি,স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পমাল্য অর্পন করা হয়। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের নেতৃত্ব সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পমাল্য অর্পন করেন।
এসময় আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুম্পমাল্য অর্পন করা হয়।
উপজেলা পরিষদের পক্ষে উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, গাংনী থানা পুলিশের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু, সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের পক্ষ থেকে সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের পক্ষে জেলা কমিটির নেতা সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুলইসলাম, গাংনী উপজেলা কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি ও গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ, গাংনী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম এছাড়া গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পুস্পমাল্য অর্পণ করেন।
পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান রাশেদুলহক জুয়েল, মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীনসহ অন্যান্যরা।

আলোচনা সভা শুরুর আগে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জিবনী নিয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হয়। আলোচনা সভা শেষে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আজ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে গাংনী অডিটরিয়ামে মনোঙ্গ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

মেহেরপুরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালিত

মেহেরপুরে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ। দিনটি পালন উপলক্ষে আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ডঃ মোঃ মুনসুর আলম খান।

এসময় মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম,মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, সাইদুর রহমান উপস্থিত থেকে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন।

এছাড়াও মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ, বীরমুক্তিযোদ্ধা, আনসার ভিডিপি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জেলার বিভিন্ন সংগঠন, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পু্ষ্পস্তবক অর্পন করা হয়।

গাংনীতে ব্যাটারী চালিত পাখি ভ্যানের ধাক্কায় পা হারাতে বসেছেন সাইফুল্লাহ

ব্যাটারী চালিত পাখি ভ্যানের চাকার বিয়ারিং এর ধাক্কায় পা হারাতে বসেছেন সাইফুল্লাহ (২৬) নামের এক যুবক। আহত সাইফুল্লাহ গাংনী পৌর শহরের চৌগাছা গ্রামের আব্দুল মতিনের ছেলে।

রোববার (৬ মার্চ) বিকালের দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের সদর উপজেলার আমঝুপি নামক স্থানে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

আহত সাইফুল্লাহকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্রে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক মাসুদুর রহমান।

আহত সাইফুল্লাহ জানান, মোটরসাইকেল যোগে আমঝুপি থেকে গাংনী ফেরার সময় আমঝুপি বাজারের উপর একটি পাখি ভ্যান এসে স্বজোরে পায়ের সাথে ধাক্কা লাগলে তার পায়ের গোড়ালীটা উপড়ে যায়। আহত অবস্থায় সাইফুল্লাহকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী হাসপাতল ও পরে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

গাংনীতে বিকাশ এজেন্টের নিকট থেকে হাতিয়ে নিলো ২৫ হাজার টাকা

মোবাইলে টাকার ভূঁয়া ম্যাসেজ দিয়ে বিকাশ এজেন্ট ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ২৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এক প্রতারক।

এঘটনায় রোববার (৬ মার্চ) দিবাগত রাতে প্রতারিত গাংনী বাজারের বিকাশ এজেন্ট ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান একটি সাধারণ ডাইরি করেছেন।

প্রতারিত হাবিবুর রহমান জানান, বিকালের দিকে নিজেকে একজন ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে ০১৮৭৫ ০৮৪৪০০ মোবাইল ফোনে কল দিয়ে বলেন আমার এই নাম্বারে আমার টাকা আছে আমি আপনার বিকাশে দিয়ে দিচ্ছি। আপনি আমার ০১৯১৩৫৬৯৬৩৯ পার্সোনাল বিকাশ নং ২৫ হাজার টাকা দেন। আমি এখন একটু সমস্যায় আছি।আমি ম্যাসেজ দেখা মাত্র আমার বিকাশ এজেন্ট ০১৭৮০৯৮৮৭৭৭ থেকে ১২ হাজার ও একই নং এর নগদ এজেন্ট থেকে ১৩ হাজার টাকা প্রদান করি।এরপর ম্যাসেজ চেক করে দেখি ভূঁয়া ম্যাসেজ।সাথে সাথে েওই প্রতারক তার ব্যবহৃত মোবাইল নং দুটিও বন্ধ করে ফেলে।

এ বিষয়ে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করা হয়েছে।

গাংনী থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) সেতাব আলী সত্যতা নিশ্চিত করে বলেছেন বিষয়টি এখন তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

‘রেসকোর্সের মহাকাব্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের সুস্পষ্ট পথনির্দেশ’

শতাব্দীর পরিক্রমায় পৃথিবীতে এমন মহানায়কোচিত নেতৃত্বের জন্ম হয় যিনি সমাজ, রাষ্ট্রের গন্ডি পেরিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে হয়ে ওঠেন অনন্য। যার সংগ্রাম আর সাহস পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগায়। কোটি মানুষের স্বপ্নকে ধারণ করে যিনি নির্ভিকচিত্তে পথ চলেন ক্ষমতার মসনদকে পায়ে ঠেলে জনআকাঙ্খার বাস্তবায়নে। যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সঙ্কটে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকে একটি জাতি। যার অঙ্গুলি হেলনে শাসকের ভীত কেঁপে ওঠে। শাসকের আদেশ, নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যার তর্জনীর ইশারায় চলে জনতা। যার কালজয়ী নেতৃত্বে পৃথিবীর মানচিত্রে

পিতা’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেদিনের ঐ সভা থেকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ করা হয়। এভাবে বঙ্গবন্ধু থেকে বাঙালি ‘জাতির পিতা’ হয়ে ওঠেন বাঙালির অবিসংবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন প্রধান অতিথি। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভার ঘোষণা দেন। সে জনসভা থেকেই পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়ার ইঙ্গিত দেন বঙ্গবন্ধু। ৭ ই মার্চের পূর্বে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করেন। সাধারন মানুষের ও প্রত্যাশা এবং চাপ ছিল স্বাধীনতা ঘোষণার। আবার ৬ ই মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে টেলিফোন করে চূড়ান্ত ঘোষণা না করতে অনুরোধ করেন যাতে আলোচনার পথ বন্ধ না হয়ে যায়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছিলেন গণমানুষের নেতা। তিনি গণমানুষের চোখের ভাষা, মনের ভাষা যেমন বুঝতেন,
তেমনি কোন পরিস্থিতিতে কি সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেটি তার চেয়ে ভালো আর কেউ বুঝতেন না। নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের মহাসমাবেশে উপস্থিত এক মিলিয়ন মানুষের মনের ঘোষণার সাথে সুর মিলিয়ে কবিতার ছন্দে ঘোষণা করলেন তার অমর বাণী-

“এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।” এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি যেমন তার রাজনৈতিক সহযোদ্ধা ও গণমানুষের প্রত্যাশা পূরণ করলেন তেমনি কৌশলে জেনারেল ইয়াহিয়ার ‘চূড়ান্ত পন্থা’ অবলম্বন না করার অনুরোধ রাখলেন পাকিস্তানি শাসকের জন্য মানার অযোগ্য চারটি শর্তে আলোচনার দ্বার খোলা রেখে।

জেনারেল ইয়াহিয়ার জন্য চারটি শর্ত মেনে আলোচনায় বসা যেমন ছিল অপমানজনক পরাজয় বরণ করা, তেমনি আলোচনায় না বসে বঙ্গবন্ধুকে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ তকমা লাগিয়ে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের দিবাস্বপ্নেও গুড়ে বালি! এ যেন জেনারেল ইয়াহিয়ার জন্য ‘উভয় সংকট’। বঙ্গবন্ধু একদিকে যেমন “আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন” উচ্চারণ না করে হায়েনার মত সমাবেশে তাক করে রাখা লক্ষ বুলেটকে সুপ্তাবস্থায় অঙ্কুরে বিনষ্ট করলেন, তেমনি

“তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক”

ভাষণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতির সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিলেন।

পাকিস্তানের আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীত্বের শপথ না নিলেও বৈধ প্রধানমন্ত্রীর মত রাষ্ট্রের জনগণের প্রতি আহবান জানালেন-

“আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে- সে জন্য রিকশা, গরুর গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না।”

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানতে লাগল। রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল। রাষ্ট্রের সকল নির্দেশনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জনতা অবৈধ সরকারকে ‘না’ বলে দিল। সরকার অসহায় হয়ে পড়ল। বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন জনতার অঘোষিত প্রধানমন্ত্রী। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অসহযোগ আন্দোলনকে বানচাল করতে কুটকৌশলের আশ্রয় নিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের নতুন তারিখ ঘোষণা করলেন ২৫ শে মার্চ। ২৫ শে মার্চের অ্যাসেম্বলি বঙ্গবন্ধু ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করলেন। ২৩ শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে সূর্যোদয়ের পরপরই বঙ্গবন্ধু তার ধানমন্ডি-৩২ নম্বরের বাসভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করলেন। এদিন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে উত্তোলিত হল স্বাধীন বাংলার পতাকা। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী জোরালো হয় অসহযোগ আন্দোলন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এমন অসহযোগ আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন।

ভারতের লোকনায়ক নেতা এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বীর জয়প্রকাশ নারায়ণ একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বলেন, “মুজিবকে সমর্থন দেওয়া গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বিশ্ববাসীর অবশ্য কর্তব্য। তিনি আরও বলেন, “গান্ধীজীর পরে শেখ মুজিবুর রহমানই এতখানি বিশাল আয়তনে অহিংস শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা লাভ করিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান যেরূপ সাফল্যের সহিত জনসাধারণকে সর্বাত্মক ঐক্যে তাহার পশ্চাতে কাতারবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সমগ্র

ইতিহাসে অন্য কোনও নেতার জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া বাহির করা খুবই দুষ্কর।”

জেনারেল ইয়াহিয়া জানতেন কোন আলোচনায় তার জন্য ইতিবাচক হবে না। এজন্য শক্তি প্রয়োগকে বাঙালি দমনের উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। একজন শেখ মুজিবকে যারা ২৩ বছর শক্তি প্রয়োগ করে দমাতে পারেনি, সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে দমানোর তাদের সেই ভোঁতা ‘শক্তি প্রয়োগ’ নীতি ছিল তাদের রণকৌশলের অপরিপক্বতারই নামান্তর। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক ২৫ শে মার্চের কালরাত্রের পৈশাচিক গণহত্যার পর নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালি ফুঁসে উঠে বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের কালজয়ী ভাষণের অনুপ্রেরণায়।

“প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।”

বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্য ছিল গেরিলা যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশনা। এই ভাষণের মাধ্যমে নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালি সেদিন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রুপান্তরিত হয়েছিল সশস্ত্রে। কবিতার ভাষায় তাই বলতে ইচ্ছে করছে-

যে ভাষণের আবেদন চির অবিনশ্বর,
যে ভাষন সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে করেছিল নির্ভার।
নিরস্ত্র বাঙালীকে রুপান্তরিত করেছিল সশস্ত্রে,
দীক্ষিত করেছিল বাঙালীকে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে।
যে সংগ্রামের ছিল দীর্ঘ ২৩ বছরের পরিব্যাপ্তি,
এক ভাষণেই ঘটেছিল তার সফল পরিসমাপ্তি।

হিমালয়সম বঙ্গবন্ধুর বজ্রকন্ঠের সেই কাব্যময় ১১০৮ শব্দের ১৮ মিনিটের পৃথিবী কাঁপানো ভাষণ হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছিলো মিলিয়ন জনতা। এই ভাষণের পর নিউজ উইক বঙ্গবন্ধুকে ভূষিত করে ‘Poet of Politics’ অর্থাৎ ‘রাজনীতির কবি’ হিসেবে। ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন-

“হয়ত এটাই আমার শেষ বার্তা।
আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।”

সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা

Independence’ শিরোনামে মহাকালের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।

দেশের গন্ডি পেরিয়ে বঙ্গবন্ধু আজ সারা পৃথিবীতে ভাস্বর। বঙ্গবন্ধু বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধশালী, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক বাংলার- যেটি তিনি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেন নি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে তার দেখানো পথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তার রক্ত ও আদর্শের যোগ্য উত্তরসুরী সফল রাষ্ট্রনায়ক জননেত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রা নির্বিঘ্ন হোক। বঙ্গবন্ধুর কাঙ্খিত বাঙালির ‘মুক্তির সংগ্রাম’ শেখ হাসিনার হাত ধরে পৌঁছাক সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে। যেমনিভাবে বাঙালির আকাঙ্খিত ‘স্বাধীনতার স্বপ্ন’ সফল হয়েছিল বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্বে।

লেখক: তরুণ কলামিস্ট

গাংনী সহড়াতলার ফেনসিডিল মামলার আসামী সেই রুবেল হোসেন গ্রেফতার

বিডিআরের দায়ের করা মাদক আইনের মামলার আসামী সীমান্ত গ্রাম সহড়াতলার সেই রুবেল হোসেন (২৬) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। রুবেল হোসেন গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামের বাগানপাড়া এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে।

রোববার দুপুরে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) নাসির উদ্দীন সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে রুবেল হোসেনকে গ্রেফতার করেন।

তার নামে সহড়াতলা বিডিআর ক্যাম্পের দায়ের করা মাদক দ্রব্য

নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৬ এর ১ টেবিল এর ১৪(খ) ধারায় একটি মামলা রয়েছে। গাংনী থানার মামলা নং ১। তারিখ-০১/০৩/২০২২ ইং।

এর আগে চলতি মাসের ১ তারিখে সহড়াতলা বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা ৪৭ বোতল ফেনসিডিলসহ আসাদুল ইসলাম নামের একজনকে গ্রেফতার করেন। আসাদুল ইসলামকে বিজ্ঞ আদালতে নিয়ে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়।

তার দেওয়া জবানবন্দী মোতাবেক ফেনসিডিলের মুল মালিক হিসেবে রুবেল হোসেনকে মামলার আসামী করা হয়। উল্লেখ্য রুবেল হোসেনের বড় ভাই নাজমুল হোসেনও এলাকার একজন শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী ছিলেন।

গত বছর নাজমুল হোসেন ক্রসফায়ারে নিহত হন। নাজমুল হোসেন নিহত হওয়ার পর এই রুবেল হোসেন সীমান্ত এলাকায় ফেনসিডিলের সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করতো।

ফেনসিডিলের গডফাদার হিসেবে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। সোমবার সকালের দিকে গ্রেফতারকৃত রুবেল হোসেনেকে আদালতে হাজির করা হবে।